গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
প্রোগ্রাম শাখা

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন "এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	এন এম জিয়াউল আলম সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২০ অক্টোবর ২০২০ খ্রি.
সভার সময়	বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	Zoom Cloud Platform.
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের পরিচয়পর্ব শেষে সভাপতি এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মো: আব্দুল মান্নান, পিএএ (অতিরিক্ত সচিব)-কে সভার আলোচ্যসূচি ও প্রস্তাব উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান। এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্যোগের অগ্রগতি ও প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন।

২) সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা নিম্নরূপ:

আলোচ্যসূচি-১: পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ এবং সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা

ক্রম	পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি পর্যালোচনা
১)	ক) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহের ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম অতিদ্রুত সম্পন্ন করার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশনের উদ্দেশ্যে সেবা-তালিকা এবং ডিজিটাইজেশন পরিকল্পনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে EOI পুন:প্রকাশ করা হবে।
	খ) একপে উদ্যোগের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার বৃদ্ধিতে সরকারি সকল ফি অনলাইনে প্রদান বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	● একপে উদ্যোগের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে সকল মন্ত্রণালয়ের নিকট ০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● সরকারি সকল ফি অনলাইনে একপে-এর মাধ্যমে প্রদানে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম নভেম্বর, ২০২০-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।
	গ) আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিকে সম্পৃক্ত করে ই-নথি সিস্টেমের সম্প্রসারণ কার্যক্রম তরান্বিত করতে হবে।	ই-নথি সিস্টেমের সম্প্রসারণের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ই-নথি সিস্টেমের সঙ্গে অন্যান্য সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশনের বিষয়টি বিবেচনা করে সম্ভাব্য প্রযুক্তির অংশটুকু জুন, ২০২১-এর মধ্যে ওপেন সোর্সে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
	ঘ) ই-নথি সিস্টেমের ব্যবহারকালীন গতি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ই-নথি ব্যবহারকারীদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ই-নথি সিস্টেমের গতি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিসিসি-এর সহায়তায় ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারে ই-নথি সিস্টেমের নতুন ভার্সন ৩০ নভেম্বর ২০২০ থেকে চালু করা হবে।
	ঙ) ই-নামজারিসহ এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগসমূহের যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে উপস্থাপিত এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগসমূহের এক বছর মেয়াদি প্রচার-পরিকল্পনা অনুযায়ী ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত এবং প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর পলিসি এডভাইজর জনাব আনীর চৌধুরী বিষয়টির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানান। এ প্রসঙ্গে সভাপতি জানান, এটুআই-এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রচার কার্যক্রমের মনিটরিং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার অনুবিভাগ) ড. শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি জানান, প্রচারণা কার্যক্রম মনিটরিং-এর লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে লোকবল সংকট থাকায় প্রকল্পের সহায়তা প্রয়োজন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সুষ্ঠু মনিটরিং-এর লক্ষ্যে সংযুক্তিতে কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে।
২)	প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছর বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	২০১৯-২০ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থ আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যয় করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরের ব্যয় ১০০% নিশ্চিত করা হবে।
৩)	সমাপ্ত-কৃত এটুআই প্রকল্পের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে সম্পাদিত ও চলমান সকল ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকসমূহ বর্তমান প্রকল্পে স্থানান্তরিত হবে এবং আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ করে এ সংক্রান্ত অপরিশোধিত বিল পরিশোধ করতে হবে।	সমাপ্ত-কৃত এটুআই প্রকল্পের আওতায় ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে সম্পাদিত ও চলমান সকল ক্রয়-সংক্রান্ত চুক্তি স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অপরিশোধিত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ১৭টি অনুমোদিত সমঝোতা স্মারক (নতুনসহ) ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট সমঝোতা স্মারকসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানান্তর করা হবে। এ প্রসঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব হেলাল খান প্রকল্পের চলতি বছরের ক্রয় পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ ও সফটওয়্যার-এ আপলোড করার অনুরোধ জানান। সভাপতি, এ বিষয়ে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪)	একশপের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০২০-এ একশপ-এর মাধ্যমে ১৪৯ জন প্রান্তিক খামারি ও খামার সংগঠন এবং ৩,৫২৬ জন কৃষক তাদের কৃষি পণ্য বিপণনের লক্ষ্যে এই প্লাটফর্মে সংযুক্ত রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মিজ রহিমা বেগম একশপ উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকের জীবনযাত্রা কীভাবে সহজতর হচ্ছে এবং প্লাটফর্মটির ব্যবহারকারীদের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কি না জানতে চান। এটুআই-এর রুরাল ই-কমার্স স্পেশালিষ্ট জনাব রেজওয়ানুল হক জামী জানান যে, 'একশপ ফুলফিলমেন্ট সেবা'-এর আওতায় কৃষক ন্যায্য মূল্যে স্বল্প পরিমাণের পণ্যও সরাসরি বাজারজাত করতে পারছেন, যার কারণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহায়তায় ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপ সচিব মিজ বেবী রানী কর্মকার একশপ উদ্যোগের প্রচার-কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর রুরাল ই-কমার্স স্পেশালিস্ট জানান যে, নিয়মিত প্রচারণা কার্যক্রমের পাশাপাশি 'স্টার্টআপ বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগ 'ফুড ফর নেশন'-এর মাধ্যমে একশপ-এর প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জনাব আনীর চৌধুরী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলাভিত্তিক একশপ-এর কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে জেলা প্রশাসনকে অনুরোধ জানানোর বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত ত্রিবার্ষিক ব্র্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হলে ব্র্যান্ডিং ও বিপণন প্রসারিত হবে।
৫)	জেলা ব্র্যান্ডিং-এর আওতায় পণ্যসমূহ যুক্ত করে সকল পণ্য 'একশপ' ই-কমার্স প্লাটফর্মের মাধ্যমে দেশবিদেশে প্রচার এবং বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রত্যেকটি জেলার সংশ্লিষ্ট পণ্যের 'জেলা ব্র্যান্ডিং ম্যাপিং' এবং উদ্যোক্তা ও পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। মালয়েশিয়া এবং সিংগাপুরে একশপের মাধ্যমে পণ্য বিপণনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের 'ই-বে' এবং একশপ প্লাটফর্মের মাধ্যমে পণ্য বিপণন কার্যক্রম শুরু করা হবে। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর রুরাল ই-কমার্স স্পেশালিস্ট জানান যে, জেলা ব্র্যান্ডিং পণ্যসমূহ জানুয়ারি, ২০২১ হতে একশপ প্লাটফর্মের মাধ্যমে বাজারজাত করার কার্যক্রম শুরু হবে এবং তা দেশে ও বিদেশে সম্প্রসারণ করা হবে। এ বিষয়ে সভাপতি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ত্রিবার্ষিক ব্যান্ডিং কর্মপরিকল্পনার আওতায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে একশপ-এর প্রচার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের পরামর্শ দেন।
৬)	একশপ উদ্যোগটি একটি বেসরকারি কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, একশপ উদ্যোগটি বেসরকারি কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে এ-সংক্রান্ত প্রচলিত বিভিন্ন উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এটুআই এজেন্সি বাস্তবায়িত হলে এর আওতায় একশপ উদ্যোগটি কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
৭)	প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে।	প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৪০৫,২৭২ জনকে মুক্তপাঠ, ই-নথি, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, এসডিজি ট্র্যাকার, ই-নামজারি, দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত বিষয়ে ডিজিটাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৮)	ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় গৃহীত উদ্যোগসমূহ বেসিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'বেসিস ই-গভ হাব পোর্টালে' উন্মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর হেড অফ টেকনোলজি (আই-ল্যাব), জনাব ফারুক আহমেদ জুয়েল জানান যে, বেসিস-এর সভাপতি এবং পরিচালক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় গৃহীত উদ্যোগসমূহ 'বেসিস ই-গভ হাব পোর্টালে' উন্মুক্ত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
৯)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য প্রস্তুতকৃত 'অনলাইন প্রতিবেদন দাখিল সিস্টেম'-টি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	'অনলাইন প্রতিবেদন দাখিল সিস্টেম'-টি প্রস্তুত করে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর চিফ টেকনোলজি অফিসার জনাব আরফে এলাহী জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ৭৬টি প্রতিবেদন সিস্টেমটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নভেম্বর, ২০২০-এর মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সিস্টেমটির চূড়ান্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১০)	এটুআই প্রকল্পে বিভিন্ন উদ্যোগে সম্পৃক্ত ইয়াং প্রফেশনালদের দৈনিক পারিশ্রমিকের হার সদ্য যোগদানকৃতদের জন্য ১,০০০ টাকার পরিবর্তে ১,২০০ টাকা এবং ছয় মাস উত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে ১,৩৫০ টাকার পরিবর্তে ১,৬০০ টাকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিষয়টি পরবর্তী পিএসসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাস্তবায়ন করা হবে।	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, টিএপিপি-এর ১৬২ পাতায় উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ইয়াং প্রফেশনালদের দৈনিক ভাতার হার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। টিএপিপি-তে একজন ইয়াং প্রফেশনালের মাসিক ভাতা ৩০,০০০ থেকে ৪৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু সদ্য যোগদানকৃত এবং ছয় মাস সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ ইয়াং প্রফেশনালের ভাতার মধ্যে ভিন্নতার বিষয়টি উল্লেখিত নেই। পূর্বের নজির ও ধারাবাহিকতা অনুসরণক্রমে দু'ধরনের ভাতা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে, দৈনিক ভাতার পরিমাণ সদ্য যোগদানকৃতদের জন্য দৈনিক ১,২০০ টাকা এবং ছয় মাস সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণদের জন্য দৈনিক ১,৬০০ টাকা উল্লেখ করে টিএপিপি-তে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনা যেতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি, ইয়ং প্রফেশনালদের মধ্যে সদ্য যোগদানকৃতদের জন্য দৈনিক ১,২০০ টাকা এবং ছয় মাস সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণদের জন্য দৈনিক ১,৬০০ টাকা প্রদান করারবিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।
১১)	ইয়াং প্রফেশনালদের দৈনিক ভাতা/পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করে পরবর্তীতে টিএপিপি সংশোধন করতে হবে।	টিএপিপি সংশোধনের সময় পারিশ্রমিকের পরিমাণে দু'টি ধারা রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্যসূচি-২: প্রকল্পের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপনপূর্বক জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৭৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। গত অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ৫৪৪১.৫৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ২৯৯৫.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি জানান যে, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত সকল অর্থ ব্যয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
	জিওবি	উন্নয়ন সহযোগী	মোট
মোট বাজেট (০১ জানুয়ারি ২০২০ – ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩)	৪০৩৬৪.৮২	৮১৭৯.৮০	৪৮৫৪৪.৬২
মোট ব্যয়(০১ জানুয়ারি ২০২০ – ১৮ অক্টোবর ২০২০)	৩৬২০.৩৯	১৬৮৮.০০	৫৩০৮.৩৯
অগ্রগতির শতকরা হার	৮.৯৭%	২০.৬৪%	১০.৯৪%

২০১৯-২০ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)

	জিওবি	উন্নয়ন সহযোগী	মোট
বরাদ্দ (১ জানুয়ারি ২০২০ - ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)	৪৬১৭.০০	৮২৪.০০	৫৪৪১.০০
ব্যয় (১ জানুয়ারি ২০২০ - ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)	২১৭১.৯৬	৮২৪.০০	২৯৯৫.৯৬
অগ্রগতি শতকরা হার	৪৭.০৪%	১০০.০০%	৫৫.০৬%

২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)			
	জিওবি	উন্নয়ন সহযোগী	মোট
চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দ	৫৭৯৭.০০	২২০১.০০	৭৯৯৮.০০
অবমুক্ত	৪১৪৭.৭৫	১৬৫০.৭৩	৫৭৯৮.৪৮
ব্যয় (০১ জুলাই ২০২০ – ১৪ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত)	১৪৪৮.৪৩	৮৬৪.০০	২৩১২.৪৩
অগ্রগতি শতকরা হার	২৪.৯৯%	৩৯.২৫%	২৮.৯১%

আলোচ্যসূচি-৩: ডিজিটাল সেবা প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমানে মাইগভ প্লাটফর্মে ৬৪১টি সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে এবং DSDL-এর আওতায় ১১১টি সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ডিএসডিএল-এর আওতায় আরও ৯২০টি সেবা এবং মাইগভ-এর আওতায় ২,০০০-এরও অধিক সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপ-সচিব মিজ বেবী রানী কর্মকার প্রান্তিক পর্যায়সহ সকল নাগরিকের জন্য ডিজিটাল সেবা নিশ্চিতে গৃহীত গবেষণা উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রান্তিক পর্যায়সহ সকল নাগরিকের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সেবা ডিজাইন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও, এ-সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণে সমন্বিতভাবে ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে এটুআই-এর যুগ্ম প্রকল্প পরিচালক ড. মো: দেওয়ান হুমায়ুন কবীর ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সংস্কার অনুবিভাগ) ড. শাহনাজ আরেফিন, এনডিসি জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতায় গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এছাড়াও, ই-গভ র‍্যাংকিং-এর বিষয়টিও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আলোচ্যসূচি-৪: ই-জুডিশিয়ারি বাস্তবায়ন-বিষয়ক পর্যালোচনা

প্রকল্প পরিচালক কোভিড-১৯ দুর্যোগকালীন আদালতের কার্যক্রম চলমান রাখার উদ্দেশ্যে ভার্চুয়াল কোর্ট (MyCourt) প্ল্যাটফর্মটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করে জানান যে, ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে অনলাইনে কজ-লিস্ট, ডিজিটাল ফাইলিং এবং অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে ৬৪ জেলায় ভার্চুয়াল কোর্ট বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী ই-জুডিশিয়ারি কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করা যেতে পারে। ইউএনডিপি বাংলাদেশের পলিসি স্পেশালিস্ট জনাব মোজাম্মেল হক প্রস্তাবিত সভায় ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর 'হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম'-এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-৫: সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম চালুকরণ-বিষয়ক আলোচনা

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, কোভিড-১৯ কালীন ও কোভিড-১৯ পরবর্তী স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনলাইনে নিয়মিত একাডেমিক এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম কার্যকর ও সহজ উপায়ে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ভার্চুয়াল ক্লাস প্রচলনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে। এটুআই-এর পলিসি স্পেশালিস্ট জনাব আফজাল হোসেন সারওয়ার জানান যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ভার্চুয়াল ক্লাস প্রবর্তনের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হলে এ-সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজতর হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপ-সচিব মিজ বেবী রানী কর্মকার জানান যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। জনাব আফজাল হোসেন সারওয়ার জানান যে, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল ক্লাস অনলাইন ও সংসদ টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রচার করা হচ্ছে এবং ডিজিটাল ক্লাসের কন্টেন্টসমূহ কিশোর বাতায়নে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

আলোচ্যসূচি-৬: টিএপিপি সংশোধন-বিষয়ক আলোচনা

প্রকল্প পরিচালক জানান যে, 'এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে কোভিড-১৯ মহামারির সংক্রমণ দেশব্যাপী শুরু হয়। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে নাগরিক-সেবা প্রদান কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে এটুআই-এর উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সহায়তায় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও ব্যয়ের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বর্তমান প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, কোভিড মহামারির কারণে সৃষ্ট সম্ভাবনা এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিজিটাল সেবা-ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত পরিকল্পনা ও আর্থিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প দলিল সংশোধন করা যেতে পারে। জনাব আনীর চৌধুরী জানান যে, কোভিড মোকাবেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জুডিশিয়ারিসহ বেশ কিছু সেক্টরে নাগরিক-সেবা তৈরি ও সেবা প্রদানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজন। আইসিটি বিভাগের উপ সচিব মোছা: আসপিয়া আকতার টিএপিপি পরিমার্জনে প্রস্তাবিত সেক্টরসমূহের আর্থিক বিষয়াবলীর সমন্বয়ের দিকে গুরুত্বারোপ করেন। অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব মিজ রহিমা বেগম স্বাস্থ্য খাতে ডিজিটাল সিস্টেম তৈরি এবং আর্থিক বিষয়াবলীসহ উভয় ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের ওপর জোর দেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, টিএপিপি পরিমার্জনের সময় আর্থিক বিষয়াবলীর সমন্বয় করা হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার করা হবে।

৩) সভায় আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৩.১। সরকারি সকল ফি অনলাইনে একপে-এর মাধ্যমে প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন-এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩.২। ই-নথি সিস্টেম ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারে অতিদ্রুত স্থানান্তর করতে হবে এবং নথি সিস্টেমের নতুন ভার্সন চালু করতে হবে।

৩.৩। এটুআই-এর উদ্যোগসমূহের প্রচার কার্যক্রমের মনিটরিং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩২.০০১.১৮.২১ স্মারকে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করতে হবে।

৩.৪। প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণ ও সফটওয়্যার-এ আপলোড করতে হবে।

৩.৫। জেলা ব্র্যান্ডিং-এর আওতায় একশপের প্রচার কার্যক্রম জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৬। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য 'অনলাইন প্রতিবেদন দাখিল সিস্টেম' মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে হস্তান্তর করতে হবে।

৩.৭। (ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮৩৩.৩২.০০১.১৮.২১ স্মারকে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিতে প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ই-গভ র‍্যাঙ্কিং এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে।

৩.৭। (খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে ডিজিটাল সার্ভিস বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান-বিষয়ক সভা আয়োজন করতে হবে।

৩.৮। ই-জুডিশিয়ারি কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব-এর সভাপতিত্বে প্রতি মাসে সভা আয়োজন করতে হবে। উক্ত সভায় ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর 'হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম'-এর প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.৯। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভার্চুয়াল ক্লাস প্রচলনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩.১০। প্রকল্প দলিল পরিমার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১১। ইয়াং প্রফেশনাল হিসেবে সদ্য যোগদানকৃতদের পূর্বের ধারাবাহিকতা বিবেচনায় দৈনিক ১,২০০ টাকা এবং ছয় মাস সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণদের জন্য দৈনিক ১,৬০০ টাকা প্রদানের বিষয়ে পিআইসি সভায় সুপারিশ করা হলো।

০৪) পরিশেষে আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এন এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০২৩.৩২.০০৫.২০.৩৯৩

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৭
০৮ নভেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, সচিবের দপ্তর, অর্থ বিভাগ
৩) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫) সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
৬) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
৮) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৯) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১০) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
১১) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১২) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
১৩) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৪) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১৬) প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
১৭) অতিরিক্ত সচিব (রুটিন দায়িত্ব), প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৮) অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২০) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম

২১) মহাপরিচালক (নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২২) পরিচালক, পরিচালক - ৮, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২৩) যুগ্ম-প্রধান, প্যামস্টেক অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২৪) যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
২৫) উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২৬) প্রধান হিসাবরক্ষণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২৭) আবাসিক প্রতিনিধি, উধ্বতন কর্মকর্তা, ইউএনডিপি, বাংলাদেশ
২৮) সভাপতি , এফবিসিসিআই
২৯) সভাপতি , ডিসিসিআই
৩০) সভাপতি , বেসিস
৩১) সভাপতি, ই-কমার্চ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
৩২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মোছাঃ আসপিয়া আকতার
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)